যুগান্তর

তারিখ ...... 4 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ..... ৪ .....

পাকিস্তানে বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ফিরে আসতে চায়

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। প্রতিদিনই সারা পাকিস্তানের কোথাও না কোথাও উগ্রবাদী ইসলামী জঙ্গিদের চোরাগোপ্তা হামলা, বোমা ও গুলিবর্ষণ এবং জঙ্গিদের প্রতিরোধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কারণে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিদেশের মাটিতে সন্তানদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় দেশে উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও।

পররাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী অভিভাবকদের কয়েকজন নিজ নিজ সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন। সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছেন অভিভাবকরা। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তান থেকে তিনজনকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। তারা হলেন— পেশওয়ার খাইবারগিরি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ফাহমিদা আলী সোমা, সিন্ধু প্রদেশের লারকানার চান্ডা মেডিকেল কলেজের ছাত্র মুশফেকুর ইমতিয়াজ চৌধুরী ও এবোটাবাদ আইয়ুব মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাদাক ফিদা। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, সাদাক ফিদাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অপর দু'জনকেও একইভাবে যে কোন কলেজে পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়ার উদ্যোগ চলছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে জানান, দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের দেশের সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা সবাই মেধাবী। তাই তারা যেন নির্বিঘ্নে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

যারা ফিরে আসছে তারা সবাই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দেশে ফেরার আবেদন জানাচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, তারা ব্যক্তিগতভাবে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে, দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে জটিলতার আশঙ্কায় তারা নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি আবেদনপত্রে উল্লেখ করছে না।

চায় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

চায় : ফিরে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, সার্কভুক্ত সাতটি দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতি বছর সীমিত সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিঃখরচায় পড়াশোনার জন্য বৃত্তি দেয়া হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের সরকারি কলেজে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাকিস্তানের একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছে এমন শিক্ষার্থীর অভিভাবক যুগান্তরকে বলেন, সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে এ দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যখন পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে চোরাগোপ্তা হামলায় নিহত-আহতদের রক্তাক্ত ছবি দেখেন তখন অস্থির হয়ে ওঠেন তারা। বিশেষ করে পাকিস্তানে অবস্থানরত সন্তান যখন সুস্থভাবে দেশে ফিরে আসার জন্য দোয়া কামনা করে তখন মনে আশঙ্কা জাগে জীবিত অবস্থায় সন্তানকে ফেরত পাব তো?